৫. আব্দুল হামিদ লাহোরী সম্পর্কে টীকা লেখ?

⇒ মুঘল যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং ইতিহাসবিদ ছিলেন আব্দুল হামিদ লাহোরী। সম্রাট শাহজাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাস চর্চার কাজ শুরু করেন। শাহজাহানের রাজত্বকাল সম্পর্কে তার রচিত গ্রন্থটির নাম 'পাদশাহনামা'। ওই একই নামে শাহজাহানের রাজত্বকালে ~~একই~~ আরও দুটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। লাহোরীর পাদশাহনামা লেখার আগে লেখক ছিলেন মহম্মদ আমিন ~~ওয়ারিশ~~ কাজভিনি। (অন্য) পাদশাহনামা গ্রন্থটি রচিত হয় লাহোরীর মৃত্যুর পরে। লেখক ছিলেন মহম্মদ ওয়ারিশ। তবে উভয় গ্রন্থের মধ্যেই লাহোরীর ইতিহাস চর্চা জড়িত ছিল।

আব্দুল হামিদ লাহোরী শারীরিক ভাবে ছিলেন দুর্বল। প্রায় ~~বৃদ্ধ~~ পৌঢ়বয়সে তিনি সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বকালে দশম বছরে এসে সম্রাট সিদ্ধান্ত নেন যে, তার রাজত্বের এগারোতম বর্ষ থেকে সৌরবর্ষের পরিবর্তে চান্দ্রসারণী অনুসারে ইতিহাস লেখা হবে। তার এই মত পরিবর্তনের সম্ভাব্য কারণ ছিল মৌলবাদীদের চাপ। এইসূত্রে আমিন কাজভিনির সাথে তার কিছুটা মতান্তর ঘটে। তাই সম্রাট তাকে অপসারিত করে সভা ঐতিহাসিক হিসাবে বিশিষ্ট পন্ডিত আব্দুল হামিদ লাহোরীকে নিয়োগ করেন।

মাত্র দু-বছরের মধ্যেই আব্দুল হামিদ লাহোরী পাদশাহনামা গ্রন্থের সংশোধন এবং সংযোজনের কাজ সম্পূর্ন করেন। বয়সের ভার এবং অসুস্থতার কারণে তার ইতিহাস চর্চা কিছুটা অনিশ্চিত ছিল। তথাপি তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে শাহজাহানের রাজত্বকালের ২০ বছরের ইতিহাস রচনার কাজ সম্পূর্ন করেন। শাহজাদা শাহজাহানের জীবনকাহিনী এবং বাদশাহ শাহজাহানের গৌরবময় কর্মধারার বিবরন তার লেখনীতে ফুটে উঠেছে। অনেকে মনে করেন, আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে আবুল ফজলের আকবরনামা গ্রন্থটির মতো লাহোরীর পাদশাহনামা গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ন।

প্রথম ২০ বছরের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে লাহোরী মূলত কাজভিনির রচনাকে অনুসরন করেছেন। অবশ্য তিনি বিষয়বস্তু উপস্থাপনা এবং তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ধারা এবং নুতনত্বের সংযোজন করেছেন। শাহজাহানের রাজত্বকাল শেষ হওয়ার আগেই ১৬৫৪ খ্রি: আব্দুল হামিদ লাহোরী পরলোক গমন করেন। অসমাপ্ত অবস্থায়

Scanned with CamScanner

শাহজাহান ও দারা লাহোরীর প্রিয় ছাত্র এবং একান্ত অনুরাগী মহম্মদ ওয়ারিশকে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। ওয়ারিশ লাহোরীর অসমাপ্ত কাজ শেষ করেন।

═══ x ═══

Date:- 07.08.17

৬. আকবরের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয়?

⇒ মুঘল সম্রাট আকবরের শাসন সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার। সাম্রাজ্যের আয় বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি ও কেন্দ্র বিরোধী ষড়যন্ত্র দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি জায়গীর দারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন। আবার এ ব্যাপারে তিনি অনেকাংশে শেরশাহের রাজস্বনীতি অনুসরণ করেছিলেন। সম্রাটকে এ ব্যাপারে সর্বাধিক সাহায্য করেছিলেন যে যুগের বিচক্ষণ অর্থনীতিবিদ টোডরমল। সম্রাট তার হাতেই রাজস্ব সংস্কারের দায়িত্ব অর্পন করেন। ভূমির উর্বরতা অনুসারে টোডরমল জমি জরিপ করে নিয়ে তা চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেন যথা—